কাব্য সংহিতা

শুভাশীষ গোস্বামী

KABBO SONHITA

A Collection of Bengali poems by Subhasish Goswami

সর্বস্তত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক ও গ্রন্থকারের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনোরূপ অংশেরই পুনরুৎপাদন কিংবা প্রতিলিপি করা যাবেনা, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের গ্রাফিক্স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোন মাধ্যমে যেমন ফটোকপি টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো ডিস্ক পারফোরেটেড মিডিয়া বা ,টেপ, অন্য কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবেনা। এই শর্ত লঙ্গিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

© শুভাশীষ গোস্বামী

প্রচ্ছদ ~ সৌজন্নে রাজীব গোস্বামী

প্রথম প্রকাশ – মার্চ ২০২০

প্রকাশক - বিক্রম শীল

কল্পতরু পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

গুঞ্জবাড়ী কোচবিহার , সূচক - ৭৩৬১০১

30.00

উৎসর্গঃ — “ বোন শানভি কে ”

সূচীপত্র

১ অবিস্মরণীয় অবদান

২ স্বামীজি

৩ তাতান আর বিতান

৪ টাইপ মেশিন

৫ প্রদীপ্ত কিরণে

৬ বাংলাভাষা

৭ অস্তিত্বের সংগ্রামে

৮ ওরা সমাজের মূল কাণ্ডারি

৯ খেলবো কখন

১০ বিলুপ্ত

১১ অনাদরে মৃত্যু হয় কাঞ্চনের

১২ অমূল্য সম্পদ হারাই আমরা

অবিস্মরণীয় অবদান

অন্ধবিশ্বাসে আর কুসংস্কারে আছন্ন যখন এই সমাজ ,
ধর্মের অবগুণ্ঠনে যখন অরাজগতা করছে বিরাজ।
নারীজাতি যখন অবহেলিত লাঞ্ছিত হয়ে কোণঠাসা ,
সেই মুহূর্তে তমশার জ্যোতিঃর ন্যায় দিয়েছিলে মোদের আশা।
বর্ণের পরিচয় দিয়েছিলে অজ্ঞও দেশবাসীজনে ,
চেতনা জাগিয়েছিলে তুমি কল্পনাতীত মনে।
জন্ম হইতে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ,
অবদান অবিস্মরণীয় তোমার প্রতিদিনযাপনে।

স্বামীজি

বাঙালি বলতে গর্ব হয় আজও ,
এ দেশ তোমার জন্মভূমি বলে ।
এ সমাজ যখন ধর্মান্ধতায় কুসংস্কারে ,
ডুবে গিয়েছে অতলে ।
তুমি এসে নতুন করে দিয়েছিলে এ সমাজ ,
মানবদেহে চেতনা জাগালে ।
তব কিরণে আলোকিত মোরা সকল বঙ্গবাসি ,
স্বামীজি তোমাকে আমারা বড্ড ভালবাসি ।

তাতান আর বিতান

বিপিনবাবুর দুইটি ছেলে,

তাতান আর বিতান।

দুইভায়ের গলায় গলায় ভাব,

যেন একে অপরের অন্তরের পরান।

একজন ভালো আঁকতে পারে তো

অন্যজনের প্রিয় গান।

তাঁরা ঝগড়াঝাঁটি করেনা কখনও ,

সমঝোতাই তাঁদের একমাত্র সমাধান।

বিপিনবাবুর দুইটি ছেলে,

তাতান আর বিতান।

টাইপ মেশিন

অদ্ভুত দেখতে যন্ত্র একটা ,
ছোট্ট ছাপাখানা ।
বোতাম টিপলেই লেখা ফুটে যায় ,
অন্য রকমের ব্যবস্থাপনা ।
নতুনত্তের ভীরে বিলুপ্তপায় আজ ,
আদালতেই কেবল দেখা মেলে ।
একদিন তোমার হাতধরেই কতো ,
আবেগের কথা, কবিতা তুমি ছেপেছিলে ।
এখন তুমি পুরনো হয়েছো ,
তাই অযত্নে পরে রয়েছো ।
অবহেলা সয়ে সয়ে আজ ,
বিলুপ্ত হতে বসেছো ।

প্রদীপ্ত কিরণে

ভাইফোঁটার এই শুভদিনে,

মিষ্টি সাড়ি সাড়ি আর বহুল আয়োজনে।

ধান দূব্য সুপারি আর পানে,

উপহার সামগ্রী আর সুবাশিত চন্দনের ঘ্রাণে।

ভাই বোনেরা আনন্দিত সব মনে প্রাণে,

আকাশ বাতাস মুখরিত আজ শঙ্খের কলতানে।

বাঙালির ঘরে আজ ভাইফোঁটার ব্যাপক আয়োজনে,

আলোকিত হয় গৃহগুলি প্রদীপ্ত কিরণে।

বাংলাভাষা

বাংলা মোর মাতৃভাষা ,

বাংলা মোর অহঙ্কার ।

বাংলা মোর জীবনানন্দ ,

বাংলা পরম সম্পদ আমার ।

বাংলা মোর রবিঠাকুর ,

বাংলা মোর বাঁচার আশা ।

আমি বাংলায় বাঁচি বারবার ,

বাংলায় পাই ভালোবাসা ।

অস্তিত্বের সংগ্রামে

হারিয়ে গেলো সুন্দর শৈশবের সময়,
ফিরে আসবেনা তা আর কোনোদিন।
আনন্দের মুহূর্তরা ধুলোর আস্তরণে,
সব হয়ে যাই মলিন।
চিত্ত হয়ে ওঠে বিষাদময়,
কেউ বলতে পারো আমায়?
কি হারালে শৈশব ফিরে পাওয়া যায়।
হারিয়ে যায় শৈশবের সেই দিনগুলো,
পড়ে থাকে একরাশ কষ্ট আর স্মৃতি ধুলো।
ক্রিকেটের দাপটে গোটা পাড়া কাঁপানো,
ফুটবলের বাইসাইকেল কিকে অভিনবত্ব দেখানো।
আর ফিরে পাবো না কোনোদিন!
আনন্দের মুহূর্তরা সব ধুলোর আস্তরণে হয়ে যায় মলিন।
কত এলো কত গেলো কেই বা মনে রাখে?
অস্তিত্বের সংগ্রামের এই লড়াইয়ে,
জীবন চলে নতুন পথের বাঁকে।

ওরা সমাজের মূল কাণ্ডারি

তোমার ছেলে বিলাসব্যসনে মত্ত হয়ে ,

রাজভোগটাও করছে নষ্ট ।

দুমুঠো অন্নের লাগি কত মানুষ ,

নীরবে সয়েছে কত কষ্ট ।

দুমুঠো ভাতের জন্য ,

কত কচি হাত তুলে নেয় বেলচে ,হাতুরি ,,

তাঁদেরই প্ররিশ্রমের বদলে তোমরা

চড়ো দামি দামি গাড়ি ,

তাঁরা শ্রমিক, তাঁরাই সমাজের মূল কাণ্ডারি ।

এসো তাঁদের নিয়ে আজ কাব্য রচনা করি ,

তাঁদের জন্য যদি আজ কলম না ধরি ।

কীসের এত কবিত্ব ??

কীসের এত বড়াই করি ।

জাগো কলম হয় বিস্ফারি ,

লেখ তাঁদের কথা যারা সমাজের মূল কাণ্ডারি ।

খেলবো কখন

মাগো এবার ছুটি দাও আমাকে ,
ভালো লাগছে না পড়তে আমার।
সকাল থেকে পড়েই চলেছি ,
ক্রিকেট খেলা হলনা যে আর।
বিটুঁ বাবাই তাতানেরা সব ,
সেই সকাল থেকে খেলছে।
আমি একলা পড়েই চলেছি ,
দেশ বিদেশের কথা জানতে।
তুমি কেন পড়াচ্ছো মাগো ,
আমার মন পরে রয়েছে মাঠপ্রান্তে।
পড়াশোনা আর ভালো লাগেনা ,
সেটা যদি তুমি জানতে।

বিলুপ্ত

তরুণ প্রজন্মের ছেলেরা ,
খেলাধুলা আর করেনা ।
স্কুল ছুটির পর মাঠগুলিতে আর ,
ক্যাচ ক্যাচ বলে রব ওঠেনা ।
সবাই আসতে আসতে খেলাধুলা থেকে ,
যাচ্ছে দূরে সরে ।
স্মার্টফোন এই তরুণ প্রজন্মের ,
ছেলেবেলাটা নিয়ে নিলো কেড়ে ।
মাঠগুলো এখন গুমরে কাঁদে ,
তাকায় ও না কেউ মুখফিরিয়ে ।
মনে হয় খেলাধুলা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে ,
যাবে চিরতরে হারিয়ে ।

অনাদরে মৃত্যু হয় কাঞ্চনের

তোমাকে গোলাপের বদলে কাঞ্চনফুল দেবো ,
রাগ করে কি ফেলে দেবে ফুলটাকে ?
নাকি সযত্নে রেখে দেবে কেশবৃন্তটাতে ।
কাঞ্চনগাছটাও সযত্নে ফুলটাকে লালন করে ,
তবুও ফুলদানি জোটেনা তার ,
জীবন কাটে অবহেলায় অনাদরে ।
কেশবৃন্তে স্থান মেলেনা পদতলে সবাই পিষে মারে ,
মৃত্যু ঘটে কাঞ্চনেরই পাশবিকতার আনাদরে ।

অমূল্য সম্পদ হারাই আমরা

নদীটার বুকে চড়া পড়েছে ,
আর নেই স্রোতের চাঞ্চল্য এখন ।
মনে হয় নদী টার বার্ধক্য এসেছে ,
তাই তার এখন কেবল ক্লান্ত,
আর অবসাদগ্রস্থ জীবনযাপন ।
আর নদীটার নেই স্রোত তেমন ,
এভাবেই নদীটা চড়াআবৃত হতে হতে ,,
গড়ে দেবে এক নতুন জনপথ ।
তবু কোনও জনপথ বিপর্যস্ত হয়ে ,
নদীটিকে আর ফিরিয়ে আনবেনা !
এইভাবেই জন্ম হবে এক নতুনের ,
আর আধারে মেলাবে এক অমূল্য সম্পদ !
মানব বিলাসিতার কারণে বিপর্যস্ত এই প্রকৃতি ,
কিন্তু আমরা আবদ্ধ বিলাসবহুলতায় ,
প্রকৃতি রক্ষার জন্য কেউ মানি না ,
প্রকৃতিবাদীদের অভিমত ।
নিজ সুখের কারণে ধ্বংসে মেতে উঠি ,
আর হারাই কত অমূল্য সম্পদ ।

শুভাশীষ গোস্বামী

কবির জন্ম - ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসের ১১তারিখে ,

হুগলী জেলার গোস্বামী মালিপাড়া গ্রামে।

শিক্ষা – প্রথমে গোস্বামী মালিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে

পরে দ্বারবাসিনী কুমার রাজেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে,

বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের ছাত্র।

ছোট থেকেই সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা।

ও তার প্রথম লেখা ছাপা হয় স্কুল ম্যাগাজিনে ২০১৭ সালে।

ইতিমধ্যেই অক্ষর সংলাপ, শব্দসাঁকো , ৯ নম্বর সাহিত্য পাড়া লেন,

কবিতা কুটির ,ও আরও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখেছেন ,

তার সম্পাদিত পত্রিকা – হিয়ার কথা ও প্রকাশিত বই স্নিগ্ধবন্যা

অবসর সময়ে কবি বই পড়তে ও লিখতে ভালোবাসেন।

অপ্রকাশিত যে সব কবিতারা ,

যার জন্যে ঘুম আসেনা রাতে

সেই কবিতাগুলোই প্রকাশিত হোগ ,

এবার কাব্যের সংহিতাতে ॥

৩০.০০